কেন্দ্র পরিক্রমা-২

ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের স্বপ্নদ্রষ্টাদের সমাবেশ

—মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

১৯ বৈশাখ ১৩৯৭ (৩ মে ১৯৯০) বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল – আগামী দশকে দেশের শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রের ভূমিকা –শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব কে, এম, রব্বানী।

কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী ভূতপূর্ব রেক্টর, পরিচালন পর্ষদ সদস্য এবং প্রকল্প পরিচালকগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। দেশের এ সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রধান প্রশাসক গণ আমাদের প্রশিক্ষণে অসুবিধা সমূহ, নিজনিজ কর্মকালীন সময়ে পিএটিসিকে তারা কিভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—সেক্ষেত্রে তাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা কি ছিল এবং আগামী দশকে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএটিসি কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানটি বিপিএটিসির স্বপ্নদ্রষ্টাদের এক সম্মিলনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রের প্রথম রেক্টর ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, প্রথম প্রকল্প পরিচালক জনাব এইচ, টি, ইমাম, কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টরের দায়িত্বপালনকারী জনাব এম, আনিসুজ্জামন (অবসরপ্রাপ্ত সচিব), জনাব হেদায়েতুল হক (বর্তমান জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত), জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (বর্তমানে প্রতিরক্ষা সচিব)—প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

উদ্বোধনী অধিবেশন

সকাল ১০ঃ৩০ মিঃ

স্বাগত ভাষণের সংক্ষিপ্ত সার ঃ

কেন্দ্রের রেক্টর জনাব এ, জেড, এম, শামসুল আলম ষষ্ঠপ্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আগত প্রধান অতিথি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, বোর্ড অব গভরণর্সের সদস্য বৃন্দ, সংস্থাপন

মন্ত্রনালয়ের সচিব, কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর, এম, ডি, এস, বৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, গণ মাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

তিনি কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সুযোগের একটি খতিয়ান তুলে ধরে জানান যে, বিগত ৬ বছরে কেন্দ্র ১২০টি বিভিন্ন কোর্সের মোট ৫৭৫১ জন কর্মকর্তাকে এবং ৪টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬১৭ টি কোর্সের মোট ১৪,০২৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া লোক প্রশাসনে অনুভূত বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র এ যাবৎ ৩৩টি গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও বিভিন্ন বই পত্র ও জার্ণাল প্রকাশ করেছে। তিনি বর্তমানে সরকারী চাকরিতে মেধাবীদের অন্তর্ভুক্তির স্বল্পতা এবং নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সরকারের ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করেন। কেন্দ্রের বর্তমান অবয়বে যথাসময়ে ক্যাডার সার্ভিসের নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভবপর নয় বলে তিনি জানান— ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সকে ২মাস মেয়াদী করা এবং কেন্দ্রের স্বাভাবিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩ গুণ লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করেও বছরে ১ হাজারের বেশী কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছেনা। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ কারণে আরও ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব অর্পন করেও অপ্রশিক্ষণের জের কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। ফলে অনূর্ধ ৪৫ বছর বয়স্ক ৮৪৫৪ জন বি,সি,এস কর্মকর্তা এখনও প্রশিক্ষণ পাননি। এজন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো লোকবল ও আনুসঙ্গিক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করেন।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানটিকে নিছক আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত না করে কেন্দ্রের সাবেক রেক্টর, এম, ডি,এস, ও প্রকল্প পরিচালক বৃন্দকে তাঁদের আমলের সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান এবং আকাংখা ও ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য আহবান করে রেক্টর মহোদয় বলেন এভাবে আমরা সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দিক নির্দেশনা নিয়ে আগামী দশকে কেন্দ্রটিকে সাফল্যের উন্নত শিখরে স্থাপন করাতে চাই। তিনি প্রাক্তন এম, ডি, এস, ডঃ আকবর আলী খানের (বর্তমানে ইকনমিক মিনিষ্টার , বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন) বিগত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রে আগমন ও সুদীর্ঘ আট ঘন্টা প্রদত্ত পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

সাবেক, রেক্টর এম,ডি, এস, ও প্রকল্প পরিচালকদের প্রদত্ত শ্রম ও ত্যাগের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে রেক্টর মহোদেয় তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানান ।

প্রধান মন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমদঃ

প্রধান মন্ত্রী ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কাজী জাফর আহমদ, কেন্দ্রের রেক্টর মহোদয়, সংসদ সদস্য ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সম্বোধন পূর্বক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি কেন্দ্রের বর্তমান কর্মকর্তা /কর্মচারী বৃন্দকে এবং অতীতে যাঁরা এই কেন্দ্রকে শ্রম দিয়ে তিলে তিলে গড় তুলেছেন, তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ও মন্ত্রীত্বের সময়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন ইংরেজী "এডমিনিষ্ট্রেশন" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রশাসন নয়। বাংলা অনুবাদে 'Administration' অর্থে সেবা শব্দটি বাদ চলে গেছে। বিভিন্ন সময়ে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ থাকার ফলে জনগণের সেবা করার মানসিকতা প্রশাসকদের অর্জিত হয়নি। ফলে সাধারণ জনগণের সাথে তাঁদের দূরত্ব বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ প্রশাসকদেরকে তাই তাদের সেবক বা বন্ধু মনে না করে বরঞ্চ প্রভূ বলে ভাবে এবং দূরত্ব বজায় রাখে। অবশ্য কতিপয় ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দৃষ্টিগোচর হয়।

সচিবালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা ও আমলা তান্ত্রিকতার কথা উল্লেখ করে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সাধারণ মানুষ বাংলাদেশ সচিবালয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। কেননা, বিগত ৮৮ সালের মহা প্লাবনের সময় সচিবালয়ের পরিবর্তে জেলা সমূহ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছিল। তার ফলে বন্যাপীড়িত মানুষের নিকট সাহায্য ও নির্দেশাবলী দ্রুত পৌঁছেছে, আমলা তান্ত্রিকতার লাল ফিতায় সিদ্ধান্ত গুলো বিলম্বিত হবার সুযোগ পায়নি। এই প্রসংগে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা হতে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিলম্ব এবং মংলা বন্দরের কর্মচারীদের জন্য ৪টি বাস কেনার সিদ্ধান্তের দীর্ঘ সূত্রিতা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশে প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপন ও প্রলম্বিত দীর্ঘ সূত্রিতায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে প্রশাসনকে সুশৃংখল ও চরম নিয়মতান্ত্রিক করার নামে বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আমাদের দেশে চালু আছে তার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়, তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়না। অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলাদেশে— বিভিন্ন দেশ যখন এগিয়ে চলেছে— তখনও আমরা দীর্ঘ সূত্রিতা নীতি আঁকড়ে ধরে বসে আছি। তাই এর পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আরো প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনার।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দিয়েই প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। কতিপয় বিদেশী এদেশকে শাসন করতো তাদের সুবিধার্থে শৃংখল—আবদ্ধ রেখে। তখন তারা এদেশীয় প্রশাসকদের অবিশ্বাস করতো বলে বজ্র আঁটুনী দ্বারা প্রশাসন তৈরী করেছিল। সময় পাল্টেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু প্রশাসনের সেই ধারা আজও চালু আছে। সুতরাং প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তবে সেই পরিবর্তন প্রশাসকদেরকে বাদ দিয়ে নয়। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে এই কাংখিত পরিবর্তন আনতে হবে। প্রধান মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় এদেশে যথেষ্ট যোগ্য প্রশাসক রয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ম নীতির জটিলতার কারণে জনগণ তাদের কাংখিত প্রশাসনিক সুফল পাচ্ছেনা। তিনি নিজেকে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করে দাবী না করে আহবান জানান যে, এই ৫৫ হাজার বর্গমাইলে কাংখিত উন্নয়ন ও কল্যান প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের লোক আজও যুথবদ্ধ ভাবে বাস করতে ভালবাসে। তাদের মধ্যে খুব একটা ভেদাভেদ বা সম্পর্কের প্রাচীর নেই। "এরিসটোক্রেসি" বাংলাদেশে খুব একটা বেশী নেই। তাই এদেশে প্রচেষ্টা চালালে প্রশাসন কে গতিশীল করা সম্ভব। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে উপজেলা পদ্ধতি সৃষ্টির মাধ্যমে। প্রথমে অনেকেই জনপ্রতিনিধির অধীনে প্রশাসকদের কাজ করার পরিমণ্ডল সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। বর্তমানে সে সব সন্দেহের অবসান হয়েছে এবং উপজেলা প্রশাসন স্বাভাবিক গতিতে চলছে। ঠিক সেই ভাবে সচিবালয়কেও সচল করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করতে হবে। দীর্ঘ সূত্রিতার অবসান ঘটাতে হবে। ৭ দিনের পথ পরিক্রমাকে কমিয়ে ১দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উন্মুক্ত একটি হল ঘরের মধ্যে সচিবালয় স্থাপনের মত দূরত্ব কমানোর উপায় বের করতে হবে।

তিনি বলেন বদ্ধঘরে আলোচনা বা বিতর্ক করে লাভ নেই। জনকল্যানে প্রশাসনকে আনতে হলে দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহার করার এই বিশ্বাস সকল প্রশাসকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদেরকে দ্রুত গতিতে চলতে হবে। আজ আমরা আর কেউ বিদেশী নই, কারও নীল রক্ত নেই। আমরা সবাই এই দেশের সন্তান। দেশকে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করার উদাত্ত আহবান জানিয়ে তিনি বলেন "আমরা ভাবতে শিখি যে, আমরা প্রশাসক নই, আমরা জনগণেরই একজন।"

প্রধান মন্ত্রী পরিশেষে বলেন যে, প্রশাসনকে সচল করার এবং জনগণের কল্যান করার মানসে প্রশাসকগণ যদি কাজ না করেন, তাহলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এরূপ

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কোন লাভ হবেনা। বরঞ্চ তা এই গরীব দেশের ঋণের বোঝাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ

প্রথম অধিবেশনের শেষে কেন্দ্রের পরিচালন পর্ষদ সদস্য ডঃ ইকরামুল আহসান উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও সমবেত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর ঃ ১২ঃ৪৫ – ১৪ ঃ ৩০ মিঃ

সভাপতিঃ জনাব কে, এম, রব্বানী, সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ 'আগামী দশকে প্রশিক্ষণে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা '।

বক্তাঃ জনাব এ, কে, এম, হেদায়েতুল হক
(জাপানে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় রাষ্ট্রদূত ও বিপিএটিসির প্রাক্তন রেক্টর)

সভার সভাপতি, কেন্দ্রের রেক্টর ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সম্বোধন করে বলেন যে, আড়াই বছর পরে বিপিএটিসি চত্বরে এসে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তাঁর ৩১ বছরের চাকরি জীবনের সবচেয়ে ভাল সময় কেটেছে এই কেন্দ্রে এবং তিনি সবচেয়ে নিবেদিত প্রাণ কর্মকর্তা/কর্মচারী পেয়েছিলেন এই কেন্দ্রে। তিনি কেন্দ্রের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

– তিনি এই কেন্দ্রকে বাংলাদেশে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, চাকুরীতে এই কেন্দ্রের রেক্টর হয়ে আসার পূর্বে তাঁর দীর্ঘদিনের চাকুরীগত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের প্রথম সুযোগ বি পি এ টি সিতেই পান।

– প্রশাসনের সংগে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের মাঝে বিরাজমান শূন্যতাকে পূরণ করাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। তিনি বিপিএটিসিতে এসে দেখতে পেয়েছেন

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

আমাদের জাতীয় জীবনেও আমাদের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের ব্যবধান রয়ে গেছে। এই সত্যটি তিনি এখানে এসে উপলব্ধি করেন। একজন প্রশাসকের সংগে অপর একজন প্রশাসকের সহমর্মিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশাসনকে গতিশীল করা সম্ভব। এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি এই কেন্দ্রে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। তিনি প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে ফলো – আপ প্রক্রিয়া চালু রেখেছিলেন। কেননা তিনি মনে করেন ফলো–আপ ছাড়া কোন প্রশিক্ষণ হয় না। তাঁর সময় এক বছর পর প্রশিক্ষণার্থীগণ ৩ দিনের একটি 'রিফ্রেসার্স কোর্সে' কেন্দ্রে আসতেন। তখন তাঁদের নিকট থেকে প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা, মাঠ পর্যায়ে অনুভূতি, প্রশিক্ষণ চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিয়ে প্রশিক্ষণের পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ সহজতর হোত। তিনি আনন্দিত যে এখনও সেই প্রক্রিয়া কেন্দ্রে চালু রয়েছে।

– প্রশিক্ষণার্থীদের খুব কাছাকাছি থেকে তাদের সংগে না মিশলে প্রশিক্ষণের উষ্ণতা অনুভব করা সম্ভব হয় না। এজন্য তিনি সপ্তাহে ৫ দিন এই কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এভাবে কেন্দ্রে কর্মকর্তাদের অবস্থান প্রশিক্ষণকে আরো অর্থবহ করবে। বিপিএটিসিতে যে সমস্ত কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলো প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কিনা তা দেখা প্রয়োজন। সরকারের ধ্যান – ধারণা, প্রশাসনের নিয়ম নীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জ্ঞাত করে তুলতে হবে। সেই সংগে জনগণের আকাংখা এবং সরকারের নিয়ম নীতি এই দু'য়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মের প্রসার ঘটাতে হবে। তিনি আনন্দিত যে, বর্তমান রেক্টর এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ এবং ১৯৮৫–৮৬ সালে আরম্ভকৃত গবেষণা কর্ম এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গবেষণা প্রতিবেদন এদেশের কর্মকর্তারা তেমন একটা পড়তে চান না। তাই গবেষণা গুলোকে আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত ও পাঠোপযোগী করে তোলার ওপর তিনি জোর দেন।

– প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী সম্পর্ক মধুর করতে হবে। এবং প্রশিক্ষণ বিষয়টিকে 'টু ওয়ে চ্যানেলে' পরিণত করতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর ভাব বিনিময় থাকতে হবে। তাঁর আমলে তিনি 'প্রশিক্ষণার্থী' শব্দটির পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী শব্দটি চালু করেছিলেন, যাতে সহজে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকদের সংগে মিশতে পারেন।

– 'ফিল্ড ষ্টাডি' বা মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণে অত্যন্ত অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়টি জোরদার করা প্রয়োজন এবং ধীরে সুস্থে এর

আয়োজন করতে হবে।

– তাঁর আমলে কেন্দ্রের লাইব্রেরীটি কিছুটা এলোমোলো ছিল। বর্তমানে সমস্ত বইয়ের ক্যাটালগিং হয়ে গেছে। তিনি তাঁর আমলে প্রায় ২৫ হাজার পুস্তক ক্রয় করেছিলেন এবং লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, এটি তাঁর গর্বের বিষয়। তৎকালে লাইব্রেরী ও কেন্দ্রের খাবার ব্যবস্থা সকল প্রশিক্ষণার্থীর মূল্যায়নে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করতো। এ বৃহৎ লাইব্রেরীটি ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে। লাইব্রেরীতে 'পুস্তক পাঠ' আবশ্যিক করার বিষয়ও চিন্তা করা যেতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে সরকারী কর্মচারীদের পাঠ্যভাস বজায় থাকে।

– যে ধরনের প্রশিক্ষণে প্রশাসক ও জনগণ একাত্মবোধ করবে, সেরূপ প্রশিক্ষণই দেয়া উচিৎ। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তথা গণপ্রতিনিধিদেরকে (যেমন এম, পি, নির্বাচিত চেয়ারম্যান) প্রশাসকদের সংগে একত্রে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। প্রশাসকদের পাণ্ডিত্য যেন জনগণের নিকট থেকে ওদেরকে দূরে না সরিয়ে দেয়। অন্ততঃ পক্ষে প্রশাসক ও গণ প্রতিনিধিদের এই কেন্দ্রে আলোচনা সভা বা ভাব বিনিময় করার মত সুযোগের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার। এর ফলে দেশের অনেক সমস্যা, অনেক জটিলতা দূর হতে পারে।

– তিনি সংস্থাপন সচিবের প্রতি এই কেন্দ্রের সকল সমস্যা সহানুভূতির সংগে দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি এই কেন্দ্রে তাঁর অবস্থান কালকে জীবনের সবচেয়ে সুখকর সময় আখ্যায়িত করেন। কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জীবনের সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তা ঃ ডঃ শেখ মাকসুদ আলী
(কেন্দ্রের প্রথম রেক্টর)

– শেখ মাকসুদ আলী এই দিনটিকে তাঁর জীবনের মহা আনন্দের দিন বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এই কেন্দ্রের জন্ম লগ্নে যখন রেক্টর নিযুক্ত হন, তখনকার স্মৃতি চারণ করে বলেন যে, নিপা, কোটা ও ষ্টাফ ট্রেণিং কলেজের প্রায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীই তখন সাভারে নির্মিত এই কেন্দ্রে আগমনে বিমুখ ছিলো। তিনি ১৯৮৪ সালের ২৭শে এপ্রিল রেক্টর পদে নিযুক্তি লাভ করে এ তিনটি

প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে সাভারের এই কেন্দ্রে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুটা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও (মূলতঃ এ কেন্দ্রটি ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বরে সাভারে আসার পরিবর্তে ১৯৮৪ সনের মে মাসে আসে) সবাই আসলেন এবং এই কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি আজ সুগভীর আনন্দ অনুভব করছেন যে, ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী আজ একযোগে / একাত্ম হয়ে কাজ করছেন।

– তিনি প্রশিক্ষণ প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে,তাঁর জীবনের ১৪টি বছর প্রশিক্ষণ কার্মক্রমের সংগে অতিবাহিত হয়েছে। তবে তিনি বর্তমানে নিজেকে একজন ব্যর্থ প্রশিক্ষক মনে করছেন। কেননা, আজকাল বাংলাদেশে প্রশাসকদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বিত করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া আরও অনেক বিষয় যা তিনি পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেন–সেগুলো পর্যালোচনা করে তিনি হতাশ হচ্ছেন যে, এত দীর্ঘকাল প্রশিক্ষণ দিয়েও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সহনশীলতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেমনঃ–

ক) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে অপ্রতুল অর্থের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না। অথচ প্রশিক্ষণে সমন্বয়ের কথাই বার বার শিক্ষা দেয়া হয়। বিভিন্ন সেক্টর বা দপ্তরের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় ও আন্তঃ নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ফলে দেশের সম্পদের অপচয় হয়।

খ) উপজেলা পর্যায়ে "ডিসেন্ট্রেলাইজড পারটিসিপেটরি প্লানিং" করার কথা সরকার থেকে বহুবার বলা হচ্ছে। কিন্তু কার্য্যত তা হচ্ছে না। মৎস্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, পশু সম্পদ বিভাগ এগুলোর মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় নেই। ফলে সম্পৃক্ত কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ হচ্ছে না।

গ) প্রাইভেট সেক্টর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কোন্ নীতি ও কৌশলে এই সেক্টরকে পরিচালনা করার অধিকতর যৌক্তিক ও কল্যানকর করা যাবে সে বিষয়ে কর্মকর্তারা কোন প্রকার তথ্য বা পরামর্শ দিচ্ছে না।

ঘ) গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ উন্নয়ন এন, জি, ও, (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) –র হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য সকল মহল থেকে জোর তাগিদ আসছে। কেননা

সরকারী কর্মকর্তাগণ সুচারুরুপে গ্রামোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না—এই অভিযোগ সর্বত্র। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তাগণ দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে এসে বলছেন না যে, আমরাই গ্রামোন্নয়নে সর্বতোভাবে সক্ষম। বা তাঁরা এন, জি, ও, দের তুলনায় সার্থক ভাবে কাজ করতে পারবেন – এরূপ অংগীকার দেখা যাচ্ছেনা।

ঙ) মহিলাদের উন্নয়নের কথা বারবার আসছে। কিন্তু কিভাবে দেশের সর্ব পর্যায়ে মহিলাদের উন্নয়ন করা যাবে– সে বিষয়ে কেউ কোন স্বচ্ছ বক্তব্য পেশ করেন না। এমনকি মন্ত্রী পরিষদ থেকে সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা বা নির্দেশ আসেনা।

– তিনি বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই ধারণা করা যাবে যে বাংলাদেশে কিরূপ প্রশাসনিক ধারা বিরাজমান। প্রশাসকগণ যদি উৎপাদনের উপাদান জনসাধারণের নিকট পৌছে দেয় এবং জনগণের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাকে পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করে, তবে যেরূপ প্রশাসন প্রয়োজন, বর্তমানে সেরূপ প্রশাসন নেই। তাহলে আকাংখা বাদ দিতে হবে অথবা প্রশাসন পাল্টাতে হবে। এরই ভিত্তিতে বিপিএটিসি'র লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, কি ধরনের পশিক্ষণ পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে হবে এদেশের সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য।

বক্তাঃ জনাব এইচ, টি, ইমাম
(কেন্দ্রের প্রথম প্রকল্প পরিচালক)

কেন্দ্রের জন্মের ৬ বছর পর প্রাক্তন সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে একত্রে আহবান জানানোর জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেন। জনাব ইমাম মূলতঃ তাঁর স্মৃতিচারণা দিয়ে বক্তব্য আরম্ভ করেন এবং কেন্দ্রের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তিনি বিপিএটিসির জন্মের পূর্বে১৯৭৭ সাল থেকে এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে এই কেন্দ্রটিকে "পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং কমপ্লেক্স" হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং নিপা, কোটা ও ষ্টাফ কলেজের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে একই কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থান করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানের বিপিএটিসির রেক্টর ভবন, অনুষদ ভবন–১ ও অনুষদ ভবন –২ এই ৩টি ভবন উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবন হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিলো।

এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের তখন কেউই এখানে আসতে রাজী ছিলেন না। অনেক আলাপ আলাচনার পর নিপা ও কোটা এখানে আসতে রাজী হলেও ষ্টাফ কলেজ বহুদিন পর্যন্ত রাজী হয়নি। ১৯৮৩ সালে 'মার্শাল ল' জারী হবার পর একবার 'পিএটিসি' র প্রকল্প বাতিল করার কথা উঠে। পরে প্রকল্পটি টিকে থাকে এবং 'এনাম কমিটি' উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পদ সৃষ্টি করে।

যে স্থানে আজকে কেন্দ্রটি অবস্থিত, এটি মূলতঃ সরকারী খাস জমি ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই জমি জবর দখল করে রাখে। শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুর্বক এই জমি হস্তান্তর করে। তখন এই এলাকা বেশ উঁচু নীচু ছিল। দেখতেও ছোট মনে হতো। এলাকার উঁচু নীচু জমি সমতল করার পর বেশ বড় স্থান হয়।

পরিকল্পনা গ্রহণে ও স্থপতি নির্বাচনে প্রথম দিকে বেশ জটিলতা ছিল। শেষাবধি দেশী স্থপতি দ্বারা নকশা নির্মিত হোল। তবে রেক্টরের বাসা নির্মাণে কিছুটা রদবদল হয়ে গিয়েছিলো। প্রচুর আলো বাতাস অবাধে বিচরণ করার নিমিত্তে দূরে দূরে ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে বড় বড় করিডোর দ্বারা সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নাহলে সবুজ মাঠ ও উন্মুক্ত এলাকা রাখা যেতো না। বিদ্যুৎ বিভগকে অনুরোধ করে একটি সাব ষ্টেশন নির্মাণ, গ্যাস বিভাগের নিকট থেকে গ্যাস লাইন এবং টেলিফোন বিভাগকে অনুরোধ করে সরাসরি ঢাকা–সাভার টেলিফোন লাইন সংযোগ হয়। সরকারী অর্থে প্রতিটি বাসায় ফ্যান ও গ্যাসের চুলা লাগানো হয়। এসব বিষয়ে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

প্রথমতঃ বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তির সময়ে এই কেন্দ্রটিকে "পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং, মেনেজমেন্ট এণ্ড কেরিয়ার প্লানিং সেন্টার" করার কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরে সরকারী সিদ্ধান্তে এটি –"পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং সেন্টার"– এ রূপায়িত হয়। ফলে কেন্দ্রটি প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যতটা স্বাবলম্বী হবার কথা ছিল, তা হতে পারে নি।

প্রথম দিকে চুক্তি ছিল (আইপিএ)র সঙ্গে যে, প্রশিক্ষণর্থীগণ এই কেন্দ্রে কিছু দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ওয়াশিংটনে গিয়ে আইপিইতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং পরে ফিরে এসে আবার এইকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। কিন্তু পরে এরূপ চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের সেরা প্রশাসকদের বেশীর ভাগই এই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েছেন। এবং কেন্দ্রটিকে শ্রম দিয়ে তাঁরা দ্রুত গড়ে তুলেছেন।

বক্তাঃ জনাব ফজলুল হাসান ইউসুফ
(কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, ডি, এস)

তিনি কেন্দ্রের জন্ম লগ্নের ইতিহাস নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এবং এই কেন্দ্রের সৃষ্টির পেছনে সরকারী অর্থ ব্যয়ের সাশ্রয় সম্পর্কে সুক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেন।

তাঁর মতে এই উপ–মহাদেশে বৃটিশের সৃষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতেই ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেবল মাত্র বাংলাদেশেই তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে একত্রীকরণপুর্বক ইংরেজে সৃষ্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে নিপা, কোটা ও ষ্টাফ কলেজের আলাদা আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নষ্ট হয়েছে বটে, তবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সমন্বিত ও সুসংহত একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হিসেবে এই কেন্দ্রের সাফল্য রক্ষা করতে চাইলে কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। এর জন্য দুটো বিষয় সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। তা হলোঃ—

(১) প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন, এবং

(২) প্রশিক্ষণোত্তর প্রায়োগিক ফলাফল সম্পর্কে বাস্তব গবষেণা।

তাঁর মতে, যে কোন প্রশিক্ষণ যদি পূর্ণতা পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই যুগ ও চাহিদার উপযোগী হতে হবে। তার মধ্যে সর্বদা পরিবর্তনশীলতা থাকতে হবে। আর এই 'চাহিদা নিরূপন' কার্যক্রমের জন্য শক্তিমান একটি গবেষণা বিভাগকে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। কেন্দ্রের 'এক্সটারন্যাল ইমেজ' যদি বৃদ্ধি করতে হয়, তা হলে সমস্ত বাস্তব গবেষণা সকলের নিকট প্রকাশের জন্য প্রকাশনা বিভাগকে কার্যকর থাকতে হবে।

এখন সময় এসেছে, কেন্দ্র তার প্রকাশনা শক্তিকে সর্বোতোভাবে ব্যবহার করবে। যদি তা না করা হয় তা হলে সকলের নিকট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রশিক্ষকদের নিজস্ব প্রকাশনা থাকতে হবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেন্দ্রের অনুষদ ও প্রকাশনা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়া সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরামর্শ দান ও কেন্দ্রের একটি যথার্থ কাজ বলে বিবেচিত হতে হবে। সংস্থাপন মন্ত্রনালয় যদি প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য কোন প্রকার উপদেশ বা পরামর্শ চায়, কেন্দ্র কর্তৃক যথার্থ পরামর্শ প্রদান করতে হবে। তাহলেই এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তার সার্থকতা খুঁজে পাবে।

বক্তাঃ এ, এম, এম,বাহাদুর মুন্সী
(কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, ডি, এস,)

জনাব মুন্সী কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেন। অবসর জীবনের শেষ কর্মস্থলে একটি দিনের জন্য আসতে পেরে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া বাঞ্চনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তাঁর মতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবেঃ—

(১) কর্মকর্তাদের মাঝে প্রকৃত ও যথার্থ সেবক ও কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মানসিকতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে,

(২) নৈতিকতা ও মুল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। যার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে এবং দূর্নীতির আশ্রয় থেকে মুক্ত থাকে,

(৩) কর্মকর্তাদের মনে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে,

(৪) ন্যায় পরায়নতা ও পক্ষপাতিত্বহীনতা শিক্ষা দিতে হবে। যদিও বলা হয় আইনের চোখে সকলেই সমান, কিন্তু কার্যতঃ তা বাস্তবায়ন করা হয় না। নিরপেক্ষতা বজায় না রাখা হলে প্রশাসন অকার্যকর হয়ে যাবে,

(৫) আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করে তোলা, যেন একজন কর্মকর্তা সর্বদা নীতিবান থাকেন এবং সত্য কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন,

(৬) শিখবার মনোভাব তৈরী করে দেওয়া। কেননা, যে সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে থাকেন তাদেরকে কোন কিছু শেখানো দুস্কর। তাই যেন নিজেরাই কোন বিষয় শিখতে চেষ্টা করেন – সেই মনোভাব তাদের মাঝে তৈরী করতে হবে,

(৭) কর্মকর্তাদের মনে স্বনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা। বর্তমানে একজন কর্মকর্তা আত্মনির্ভরশীল না হয়ে সর্বদা তাদের অধীনস্থদের সহায়তা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এই বিষয় থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে,

(৮) কর্মকর্তাদের মাঝে জবাবদিহীতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। তিনিও যে আইনের অধীন এবং খেয়াল খুশীমত কোন কিছু তিনি করতে পারবেন না এই বোধ তার মনে জাগ্রত করতে হবে,

(৯) অহমিকা ও অহংকার দুর করতে হবে। জনগণের সেবক এই মূল বাক্য তারা যেন ভুলে না যান,

(১০) কর্মকর্তাদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে ক্রমাগত বাজার দরের উর্ধগতি এবং আগামী দশকে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তারা দুর্নীতি পরায়ন হয়ে উঠবে। এই বিষয়ে একজন কর্মকর্তা যদি আরেকজন কর্মকর্তার অমিতব্যয়িতা ধরিয়ে দেন, তাহলে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে,

(১১) কেন্দ্রের গবেষণা শাখাকে আগামী দশকে প্রশাসনে কি কি সমস্যা আসতে পারে এবং কিভাবে তার মোকাবেলা করা সম্ভব সে বিষয়ে এখনই গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে,

(১২) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ করে এবং যাতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ঐ তিনটি ক্ষেত্রের ঐক্য সাধন সম্ভব পর হয়, এরূপ ভাবে তৈরী করতে হবে,

(১৩) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বদা ধনাত্মক মনোভাব পোষণের মত প্রশিক্ষণ দিতে হবে,

(১৪) সরকারী কর্মকর্তাগণ যেন দেশীয় সম্পদ ব্যবহারকে প্রধান্য দেন এবং সরকারী ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দেশীয় সম্পদ ব্যবহারকে সবার নিকট দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রকাশ করেন, সেই ভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে, এবং

(১৫) কর্মকর্তাদের "কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট" এর ক্ষেত্রে কেন্দ্র কর্তৃক গবেষণা ও

সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যাতে সকল কর্মকর্তা তার নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী থাকেন।

বক্তাঃ ডঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা
(কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, ডি, এস,)

ডঃ হুদা তাঁর বক্তব্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা নির্ধারণের বিষটিকে যুগপৎ জটিল ও বিবর্তনসাপেক্ষ বলে অভিহিত করেন। এই কেন্দ্রের লক্ষ্য, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কেন্দ্রের মূল উদ্যোক্তাদের একধরনের ধারণা ছিল। সেই ধারণার অনুসরণে বেশ কিছু ভৌত অবকাঠামো ও নির্মাণ করা হয়েছিল। পরে কেন্দ্র চালু হওয়ার পর সেই সমস্ত ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তাত্বিক ধারণা ও রূঢ় বাস্তবতার সংঘাত পরিস্কার হয়ে উঠে।

উদাহরণ স্বরূপ ডঃ হুদা একই ক্যাফেটারিয়া/ডাইনিং হলে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের খাবার গ্রহণের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে মূল উদ্যোক্তাদের ধারণা ছিল যে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ স্তরভেদ উপেক্ষা করে নির্বিঘ্নে একে অন্যের সাথে মেলামেশা করতে পারেন।

উপরোক্ত ধারণা যে কতটা ভুল —তা প্রথম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স শুরু হলেই তীব্রভাবে কেন্দ্র অনুভব করতে পারল। যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কোন ক্রমেই সকলের সাথে একই ধরনের খাবার গ্রহণে সম্মত হননি। মধ্যসোপানের বিষয়টি বাদ দিলেও বয়সের তারতম্যের কারণেও যে খাদ্যের বিভিন্নতা প্রয়োজন এ সত্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।একইভাবে সর্বস্তরের স্বচ্ছন্দে মেলামেশার ধারণাটিও বাস্তবতা বিবর্জিত। কর্মক্ষেত্রে পদসোপানের বিভিন্নতা বেশ নিগূঢ়ভাবেই প্রতিপালিত হয় শুধু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই কেন এই বিষয়ে ব্যতয় কামনা করা হয়— বোধগম্য নয়। আসলে আমরা সকলেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বাস্তব কর্মজগত থেকে একটু বিচ্ছিন্ন করে দেখার চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা নির্ধারণে এ দৃষ্টিভঙ্গী একটি বিশেষ অন্তরায়।

ডঃ হুদা এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রশাসনের বাস্তব অবস্থা, প্রথা, মুল্যবোধ ও প্রচলিত নিয়ম কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা উচিত। বিপিএটিসি–র সব ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডে হাত লাগাবার লোভ সম্বরণ করতে হবে। যে প্রশিক্ষণ—পরিবার, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা অন্যান্য পেশাভিত্তিক

সংগঠনের দায়িত্ব সেসব বিষয়ে বিপিএটিসির বিশেষ কিছু করণীয় নেই বলে তিনি মনে করেন। দেশের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও প্রাত্যহিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে – এখানে নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কিছু করার উদ্যোগ নেওয়ার মত সময় কেন্দ্রকে দেওয়া হয় না। প্রাপ্ত সময় ও সুযোগের মধ্যে কি কি বিষয়ে অগ্রাধিকার যোগ্য সেটি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করাই কেন্দ্রের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

ডঃ হুদা মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশে উপযুক্ত উপাত্ত ছাড়া কোন তথ্য পেশ করা হয় না। আগামী দশকে বা একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশেও উপযুক্ত উপাত্ত ছাড়া কোন বক্তব্য গ্রহণীয় হবে না। তিনি কেস ষ্টাডির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কেন্দ্র কর্তৃক ১০/১২ পৃষ্ঠার তথ্য ভিত্তিক কেস ষ্টাডি প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়। এই কর্মসূচী চালু আছে এবং তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

পূর্বে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ডঃ হুদার মনে বেশ নৈরাশ্য বিদ্যমান ছিল। কিছু দিন অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাঁর সম্মুখে প্রশিক্ষণ থেকে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এ থেকে তার ধারণা হয় যে ঐ সমস্ত প্রশিক্ষণের তুলনায় বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেহেতু আরও বেশী যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছে সেহেতু বিপিএটিসি র বুনিয়াদী কার্যক্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হচ্ছে।

বর্তমনে যে ১১টি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, সেগুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং মান সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে, সে সব প্রতিষ্ঠানকে সর্বরকম সাহায্য ও উপদেশনার দায়িত্বও বিপিএটিসিকে গ্রহণ করতে হবে।

অতঃপর তিনি কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সভাপতির ভাষণঃ

সভাপতির ভাষণে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, রব্বানী কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর, এমডিএস, ও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য বর্তমান রেক্টর মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র আনন্দ উল্লাস ও গান বাজনা দিয়ে দিবসটি

উদ্‌যাপন না করে—প্রাক্তন কর্মকর্তাদের স্মৃতিচারণ ও বি,পি,এ,টি,সি,র ভবিষ্যত সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

তিনি মাঝে মাঝে এরূপ ভাবের আদান প্রদান ও মত বিনিময় তথা খোলাখুলি আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর তাঁকে এই অনুস্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ

"আগামী দশকে প্রশিক্ষণে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিপিএটিসির ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের পরিচালন পর্ষদের সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আবদুস সোবহান। সর্ব প্রথমে তিনি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থাপন সচিব জনাব এ,কে, এম, গোলাম রববানীকে যিনি দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন। এই ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রের রেক্টর এ, জেড, এম, শামসুল আলমকে। এছাড়া দ্বিতীয় অধিবেশনে বিপিএটিসির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রেক্ষপটের লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রাক্তন রেক্টর ও এম, ডি, এস, গণ তাঁদের মূল্যাবান বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সর্বশেষ যারা এ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আয়োজন করেছেন তাঁদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সাংবাদিক ও সুধী সমাবেশ

কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের প্রাককালে ২মে, ১৯৯০ তারিখ কেন্দ্রে এক সাংবাদিক—সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে রেক্টর জনাব এ,জেড, এম, শামসুল আলম এতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সমাবেশের পূর্ণাঙ্গ বিররণ এখানে উপস্থাপন করা হোল।

রেক্টরের বক্তব্যঃ সম্মানিত সুধীজন ও সাংবাদিকবৃন্দ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রাককালে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আজকের এই সুধী সমাবেশে আপনাদের জানাচ্ছি খোশ আমদেদ। ১৯৮৪ সালের ২৮ এপ্রিল, গণ–প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) অধ্যাদেশ (নং XXVI, ১৯৮৪) এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ৩ মে তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

২ আগামী কাল ৩ মে, ১৯৯০ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমদ অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন। গণ্যমান্য অতিথিদের নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবার কারণে সাংবাদিকগণের প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগের অসুবিধার দিক বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একদিন আগেই আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যাতে আপনাদের সংগে ভালভাবে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, পাশাপাশি এই কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা আপনাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়।

৩. বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ও সম মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সাবেক বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ (বিএএসসি), উপ-সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (নিপা), সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের নবনিযুক্ত কর্মকর্তদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা) এবং ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ষ্টাফ ট্রেণিং ইনষ্টিটিউট (এস টি আই)—এই ৪টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার, অডিটরিয়াম ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সুবিধাদির অভাব ছিল। আশির দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠান চারটিকে একই ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এই সূত্র ধরে বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে সব প্রতিষ্ঠানকে একই ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার ভাবনা চলে—যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একই মিলনায়তন, গ্রন্থাগার ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। পরবর্তীতে প্রশাসনিক জটিলতা ও সেবা সুবিধাদির সমন্বয় সাধনের অসুবিধার আশংকা করে সব কটি প্রতিষ্ঠানকে একই প্রশাসনিক আওতায় একটি সমন্বিত ও একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং কমপ্লেক্স থেকে 'কমপ্লেক্স' শব্দটি 'সেন্টার' শব্দটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

৪. ৫৪ একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত এই সমন্বিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে যুগ্ম সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স, উপ–সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণও এই কেন্দ্র প্রদান করে থাকে।

৫. ১৯৮০–র দশকে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সরকারের আয়তন অনেক বেড়ে যায়। পূর্বে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ২৭ থেকে ২৭৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আশির দশকের শুরুতে ১৯৮৩ সালে ৩৫০ জন ১৯৮৪ সালে ৪৫০ জন ১৯৮৯ সালে ২১৮ জনকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সকল ক্যাডার মিলিয়ে ২৫০০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের এই আয়তন বেড়ে যাবার ফলে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সময় ১৬০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরীকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। বর্তমানে কেন্দ্র ১৬৮ জন কর্মকর্তার আবাসন সুবিধা দিতে সক্ষম। কেন্দ্রে বছরে ৪ মাস ব্যাপী ২.৫ টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব কিন্তু ব্যাক লগ এর কারণে বুনিয়াদী কোর্সের মেয়াদ কমিয়ে ২ মাস নির্ধারিত হয়েছে। এখন বছরে ৫টি বুনিয়াদী কোর্সে ৮৪০–১০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

৬. ১৯৮৫ সালের হিসেব মত বাংলাদেশ সরকারের ৩০টি ক্যাডারে মোট নিয়োগ ক্ষমতা হচ্ছে ২৯,৪০০ । এই সংখ্যাকে মোটামুটি ৩০,০০০ ধরা যায়। প্রতিবছর অবসর গ্রহণ, চাকুরী ত্যাগ, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে ৫% পদ শূন্য হয় বা পূরণ করার জন্য প্রতিবছর ১,৫০০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সব ক্যাডার মিলিয়ে প্রতি বছর ১,৭৪৯ জনকে নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে প্রতিবছর গড়ে ২,০০০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আর এই কেন্দ্রে ২ মাস ব্যাপী ৫টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রতি বছর ১,০০০ জনের বেশী কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা অর্থাৎ দেশের বৃহত্তম লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই কেন্দ্র বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হচ্ছে না।

৭. প্রশাসনে অবক্ষয়ের কথা যা প্রায়শঃই শুনা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণের অভাব তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমানে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে তা হল সরকারী কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগতমান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এটা সত্য । কিন্তু একজন লোক যদি তার ওপর অর্পিত নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে তাহলে তার পক্ষে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ হিসেবে স্বাধীনতা পূর্বকালীন লাহোরের সিভিল একাডেমীতে ১৮ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কথা বলা যায়। তখন সিভিল সার্ভিসে প্রতিবছর ১০/১২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হত। কিন্তু বর্তমানে একদিকে ১৮ মাসের বুনিয়াদী কোর্স ২ মাসে নেমেছে আর অন্যদিকে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার কারণে সরকারী কর্মকর্তাগণ কার্যকর প্রশিক্ষণের অভাবে দক্ষতার সংগে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছেন না। এ প্রসংগে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট একজন আসামীকে ৩–৫ বছরের কারাদণ্ড ও ১,০০০– টাকা অর্থদণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ হচ্ছে ৩ মাস (স্বাধীনতার পূর্বে এর মেয়াদ ছিল ৯ মাস) প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফলে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে উর্ধ্বতন আদালেতে আপীলের মাধ্যমে আসামীরা খালাস পেয়ে যায় এবং অপরাধ সংঘটনে তারা আরো অধিক উৎসাহিত হয়।

৮. উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রশিক্ষণের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কার্যকর ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি Backlog এর কারণে বিপিএটিসি ছাড়াও ১৩টি বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বার্ড, আরডিএ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নিয়েরার, সার্ডি, ওটিআই, বিএলআরআই রেলওয়ে একাডেমী, টেলিকম স্টাফ কলেজ, নিপোর্ট— ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গত ৩১ জানুয়ারী ৯০ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিপিএটিসির ওপর ২,৮১৪ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল তার মধ্যে ১,৬১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যে তিনটি

প্রতিষ্ঠানকে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারভুক্ত ৩,৬৫৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা মাত্র ৫০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত ৮,৪৫৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কর্মরত রয়েছেন। বিপিএটিসি যদি প্রতিবছর ১,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাহলে এই অপ্রশিক্ষণের জের (Backlog) শেষ হতে ৮ বছর সময় লাগবে।

৯. সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমরা সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে কর্মজীবনের প্রস্তুতিমূলক যে তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরিত হয় তার সার্থক প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের। আপনারা জাপানের কথা জানেন। জাপানে একর প্রতি ধান উৎপাদিত হয় ৮ টন আর বাংলাদেশে ১ টন। যদিও আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কৃষি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেন কিন্তু প্রশিক্ষণের অভাবে তা দক্ষতায় রূপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক একটা সমস্যা হচ্ছে যে, এখানে শিক্ষার প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয় প্রশিক্ষণকে ততটা নয়। গাড়ী চালনা কিংবা সাঁতারানোর জন্য শ্রেণীকক্ষে তাত্ত্বিক ধারণা নিলেই যেমন গাড়ী চালনা কিংবা সাঁতরানো সম্ভব নয় তেমনি শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তাত্ত্বিক জ্ঞান— বাস্তবে কাজে আসে না। এর জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আমেরিকাসহ পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ততটা নয়। আমাদের দেশে মেকানিক্স কম ইঞ্জিনিয়ার বেশী, ডাক্তারের তুলনায় নার্সের সংখ্যা কম। তার মানে আমাদের জ্ঞানটা শুধুই তাত্ত্বিক থেকে যাচ্ছে। সীমিত সম্পদ ব্যয় করে যতটুকু তাত্ত্বিক শিক্ষা এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে সেই শিক্ষাকে দক্ষতায় রূপান্তরিত করার জন্য খুব বেশী সচেতনা আমাদের মধ্যে নেই।

১০. কেন্দ্র পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বোর্ড অব গভর্ণরস। সভাপতিসহ মোট ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে এই বোর্ড গঠিত। সরকারের মনোনীত একজন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরসের অন্যান্য সদস্যরা হলেনঃ— (১) মন্ত্রী পরিষদ সচিব, (২) সংস্থাপন সচিব, (৩) অর্থ সচিব, (৪) শিক্ষা সচিব,

(৫) জাহাঙীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, (৬) সরকারের মনোনয়ন প্রাপ্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য, (৭) কমান্ড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ, (৮) পর্যায়ক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি, (৯) বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস এণ্ড কমার্সের সভাপতি, (১০–১১) সরকার মনোনীত একজন মহিলাসহ মোট দুজন সদস্য এবং (১২) রেক্টর, বিপিএটিসি।

১১. বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান হলেন রেক্টর যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। তিনি বোর্ড অব গভর্ণরসের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব নির্বাহ করেন। কেন্দ্রটি ৪টি প্রধান বিভাগে সংগঠিত। বিভাগগুলো হোল ঃ (১) ব্যবস্থাপনা ও লোক প্রশাসন, (২) উন্নয়ন অর্থনীতি, (৩) কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রম এবং (৪) গবেষণা ও উপদেশনা। বিভাগীয় প্রধানগণ হচ্ছেন— এম, ডি, এস, যারাঁ সরকারের যুগ্ম – সচিব বা তদুর্ধ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা । প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি অনুবিভাগে এবং প্রতিটি অনুবিভাগকে কয়েকটি অধিশাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। অনুবিভাগের প্রধানগণ হলেন পরিচালক যারা সরকারের উপ–সচিব বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা। অধিশাখা প্রধান হিসেবে উপ–পরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রতি অধিশাখাকে আবার একাধিক শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

১২. ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৬ বছরে ১২০ টি কোর্সে ৫,৭৫১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে বুনিয়াদী পর্যায়ের ১৮টি কোর্সে ২,৮৫৯ জন, ১০টি উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে ২১২ জন এবং ১০টি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে ১৮৩ জন, অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ৮২ টি কোর্সে ২,৪৯৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যুগ্ম সচিব ও উপ সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কোর্সগুলোর মেয়াদ হচ্ছে ৩ মাস এবং ১৮ টি বুনিয়াদী কোর্সের মধ্যে প্রথম ৮টি কোর্সের মেয়াদ ছিল ৪ মাস ও বাকী ১০টি কোর্সের মেয়াদ হচ্ছে ২ মাস।

৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৬১৭ টি বিভিন্ন কোর্সে ১৪,০২৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ সাফল্য বেশ ভাল। কিন্তু ১৯৮৫ সালের হিসেব মতে বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীর সংখ্যা ৬ লক্ষের উপর। সে হিসেবে এসব কেন্দ্রে মাত্র ২.৫% কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেও এ ধরনের কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সরকার চাকুরী যতটুকু সম্ভব দিলেও প্রশিক্ষণের অভাবে আশানুরূপ কাজ এসব কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বি, এ/এম, এ, পাশ করলে প্রবন্ধ লেখা—রচনা লেখা সহজ হয়, কিন্তু ছুটি বিধি, অফিস পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ্যা না থাকলে সুষ্ঠুভাবে অফিস চালানো সম্ভব হয় না।

১৩. জনগণের কাছে সেবা/সুবিধাদি পৌছে দেওয়ার জন্য নতুন নিয়োগের মাধ্যমে সরকারের আয়তন/ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাবে সরকারী সেবা/সুবিধাদি জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না। উপরুন্ত অজ্ঞানতার কারণে জনগণের হয়রানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অফিস পরিচালনা একটি টেকনিক্যাল ব্যাপার যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুবিধা এদেশে নেই। গত ৬ বছরে আমরা ২% এর বেশী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হইনি। সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে আমি এসব কথা বলছি না বরং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্যই কথাগুলো বলা হোল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়েই সাংবাদিক হওয়া যায় না। সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের কৌশল সমূহ আয়ত্ব করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা সাংবাদিকগণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। একারণেই সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার দিকে আমি বারবার গুরুত্বারোপ করার চেষ্টা করেছি।

জনাব তোফাজ্জল হোসেন,
উপ-প্রধান তথ্য কর্মমর্তা, (তথ্য অধিদপ্তর)

আমি একটু সংযোজন করার প্রয়োজন অনুভব করছি। আপনার বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বিরাট Back log –এর সৃষ্টি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তার সমাধানের কোন সুযোগও নেই। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা বিলাসিতা ও নষ্টালজিয়ার কারণে কিছু কিছু বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে যারা যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন তারা সাবেক সি এস পি ও ইপিসিএস- এর সদস্য। তাঁরা

আজকের তুলনায় অনেক বেশী প্রশিক্ষণ নিয়েই চাকুরীতে যোগদান করেছেন। এখন যাঁরা মধ্য পর্যায় ও উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছেন তাঁদেরও যথেষ্ট প্রশিক্ষণ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষানবীশ কর্মকর্তারা কোন হাতে খড়ি ছাড়াই সরকারী চাকুরীতে যোগদান করছেন। এ অবস্থায় আগামী ২০০০ সাল পর্যন্ত যুগ্ম–সচিব ও উপ–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো বন্ধ রেখে নবীন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে প্রশাসনের আরো উন্নয়ন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষার প্রতি যতখানি জোর দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণের প্রতি ততখানি জোর দেওয়া হচ্ছে না। এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমরা সবদিক সামলে উঠতে পারছি না। বাংলাদেশে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৪৩ ভাগ স্কুলে যাচ্ছে না। শিক্ষায় আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। বরং আমার মনে হয় শিক্ষার চেয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ অনেক বেশী রয়েছে। তদুপরি যেখানে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট একটা Back log রয়েছে সেখানে উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের কোর্সগুলো চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু? এ বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করলে আমি এবং আমার সাংবাদিকবন্ধুগণ উপকৃত হবো।

রেক্টরঃ আমরা গত ৬ বছরে যে ৫,৭৫১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তারমধ্যে যুগ্ম–সচিব ও উপ–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১৮৩ ও ২১২জন, মোট ৩৯৬ জন। সংখ্যাটা খুব বেশী নয়। এসব কর্মকর্তারা শুধু মন্ত্রণালয় কিংবা বিসিএস ক্যাডারভুক্ত নন। ডাইরেক্টরেট, কর্পোরেশনের ক্যাডারবর্হিভূত কর্মকর্তারাও রয়েছেন। উচ্চ–পর্যায়ের কর্মকর্তারা নীতি নির্ধারণের সংগে জড়িত থাকেন। দেশে যদি ডাক্তারের পাশাপাশি নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব যুগ্ম–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের, সহকারী সচিবদের নয়। উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হলে নিম্ন পর্যায়ে কাজ আদায় করে নেওয়া সম্ভব। একজন সহকারী সচিবের দক্ষতাহীণতার জন্য যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে নীতি নির্ধারণের সংগে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতাহীণতার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে। শুধু বাংলাদেশ নয় প্রতিবেশী ভারতসহ আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদি উন্নত দেশে সিনিয়র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি আপনার সংগে একমত। কিন্তু সিনিয়র স্টাফ কোর্স কিংবা এসিএডি কোর্স বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আমি একমত নই।

২মে ১৯৯০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক–সুধী সমাবেশে উপস্থিত সাংবাদিক বৃন্দ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম/দূরালাপনী	
১।	তপন খান	দৈনিক দিনকাল ৪০৬৫২১	
২।	আবু তাহের	দৈনিক নয়া বাংলা, ঢাকা ব্যুরো, ৬৯ নয়াপল্টন ঢাকা। ফোনঃ– ৪১৫৪৯০ ৪১৫৩৫১	
৩।	মোঃ মাহবুবুল বাসেত	সিনিয়র রিপোর্টার দৈনিক ইনকিলাব, ২/১ আর,কে, মিশন – রোড, ঢাকা।	
৪।	প্রফুল্ল কুমার ভক্ত	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ ৩৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা– ১০০০	
৫।	শেখ এনামুল হক	সংবাদ দাতা, সাপ্তাহিক রেডিয়্যান্স, নয়া দিল্লী, প্রযত্নেঃ দৈনিক সংগ্রাম।	
৬।	এম, ওয়াহিদ উল্লাহ	উপ–প্রধান, ঢাকা ব্যুরো, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।	
৭।	এইচ, আর, সালাম	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক জনতা।	
৮।	মোখ্‌লেসুর রহমান চৌধুরী,	চীফ রিপোর্টার, দৈনিক পত্রিকা।	
৯।	মহিউদ্দিন আহমদ	উপ– নিয়ন্ত্রক, বার্তা, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম/দূরালাপনী	
১০।	মশিউর নেরু	দৈনিক নব অভিযান, ১৯৫/ক, শান্তিনগর, ঢাকা।	
১১।	মাসুদ হাসান খান	ইউ, এন, বি,।	
১২।	আবদাল আহমদ	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক বাংলা।	
১৩।	মোঃ শফিকুল করিম	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা।	
১৪।	মোঃ আবদুল মজিদ (ওবি)	রেডিও বাংলাদেশ, আগার গাঁও, ঢাকা।	
১৫।	কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ	তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।	
১৬।	মোঃ আশরাফ আলী খান	সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ২৪২৮৮৬	
১৭।	তোফাজ্জল হোসেন	PID	
১৮।	লতিফ সিদ্দিকী,	সংবাদ	

তোফাজ্জল হোসেন ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ কোথায় কিভাবে হয় এটা আপনিও ভালভাবে অবগত আছেন। বর্তমানে উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা আরো বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু উচ্চ-পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকে কিভাবে বগলদাবা করে অবলীলা ক্রমে চলে যান তা আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশনের দরকার আছে। আসলে ভুলটাতো তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবে কিংবা অন্যের প্ররোচনায় করে থাকেন।

কাজেই শিক্ষানবীশ কর্মকর্তারা যাতে প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া এসব নবীন কর্মকর্তারা বুদ্ধি বৃত্তির দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও প্রশিক্ষণের অভাবে অফিসে তাদের ভূমিকা আশানুরূপ হয় না। সেক্ষেত্রে ১০ জন যুগ্ম–সচিবকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপনায় যে সমস্যা ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় ১০০ জন নবীন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তা হয় না। কাজেই বিলাসিতা যতটা সম্ভব কমানো যায় ততই মংগল। ঢাল তলোয়ারহীন অবস্থায় নবীন কর্মকর্তাদের প্রশাসনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে কিছু প্রশিক্ষণ দিলে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

সফিউর রহমান ঃ এটাকে বিলাসী বললে ভুল হবে। এখানে ৩ মাস মেয়াদী সিনিয়র স্টাফ কোর্স ও এসিএডি কোর্স বছরে ২টির বেশী হয় না এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪০ জনের বেশী নয়। আমাদের কেন্দ্রে ইনসার্ভিস ট্রেণিং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় এখানে প্রশিক্ষক যাঁরা থাকেন তাঁরা শুধু অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্ন ঃ–১ জনাব শামসুল আলম, আপনি বলেছেন যে–৮,৪৫৫ জন সরকারী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় নি। কিন্তু এই সংখ্যাটা কত বছরের তা উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ আমরা মনে করি সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে ৮,৪৫৫ জন কর্মকর্তার বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ হয় নি তাঁদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা কিংবা বিষয়টি সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন কিনা?

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্ন ঃ–২ আমি এটার সংগে আরেকটু যোগ করতে চাই। ভিন্ন প্রশাসনের লোকদের সচিব বানানো এবং সামরিক বাহিনী থেকে বেসামরিক প্রশাসনে যোগদান করার ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না এবং ভিন্ন প্রশাসন থেকে সচিব বানান্যের ফলে উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে?

রেক্টর ঃ প্রথমতঃ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বিহীন ৮,৪৫৫ জন কর্মকর্তার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা এবছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এবং তাদের সবার বয়স ৪৫ এর নীচে।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ না হলে চাকুরী নিশ্চিত হয় না, পদোন্নতি হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়। ৪৫ বছরের নীচে যাদের বয়স তাঁদেরকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু যাদের বয়স ৪৫–এর উর্ধ্বে কিংবা যাঁরা ২য় শ্রেণী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এপর্যন্ত ৮২টি স্বল্প মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে এসব কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক নিয়মে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য জুনিয়র স্টাফ কর্মকর্তাদের কেউ কেউ পদোন্নতি পেয়ে যান। অন্য প্রশ্নের উত্তর এখানে এভাবে দেওয়া সম্ভব নয়।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৩ সম্মানিত রেক্টর সাহেব, আপনি বুনিয়াদী পর্যায়ে সৃষ্টি Backlog দুর করার জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল অবগত আছেন কিনা এবং এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

রেক্টর ঃ কেন্দ্রে বর্তমানে ১৬৮ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। ৪ র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এক্ষমতা আরো ২৩২ জন বাড়িয়ে ৪০০ জনে উন্নীত করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী বছরের মধ্যে কাজ শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আমরা নতুন শ্রেণী কক্ষ ও ডরমিটরী তৈরীর প্রস্তাব রেখেছি এবং নীতিগতভাবে তা স্বীকৃত হয়েছে।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৪ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী একটা সচেনততা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই কেন্দ্রের বিস্তৃত এলাকায় গাছ পালার সংখ্যা খুবই কম দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের কি ধরনের কর্মসূচী রয়েছে?

রেক্টর ঃ ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রে গাছের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬,২৫৬ টি। ১৯৯০ সালের জানুয়ারী হতে এপ্রিল পর্যন্ত আরো ৪০১৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে। এ থেকে পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার একটা চিত্র পাওয়া যাবে। তাছাড়া আমাদের মালীর সংখ্যা ১২ জন। কেন্দ্রে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণও যাতে গাছ লাগানোর কর্মসূচীতে অংশ নিতে পারেন সেজন্য ২০০ কোদাল কেনা হয়েছে। তদুপরি শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবছর থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে কায়িক শ্রম অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ–৫ বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত আপনাদের ব্যয়ের হিসাবটা জানালে খুশী হব।

রেক্টর ঃ আমরা রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থ পেয়ে থাকি। রাজস্ব বাজেটে গত বছর প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে যার সবটুকু হয়তো পাওয়া নাও যেতে পারে। উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের প্রকল্প প্রকৌশলী জনাব মোশারফ হোসেনকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোশারফ হোসেন ঃ প্রকলপ বাস্তবায়ন অফিস ১৯৮০–৮১ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে এবং এ বছর জুন মাসে কাজ শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪,১১১.৪৭ লক্ষ টাকা। এবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল ২১৮ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৯৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। গত বছরে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। প্রকল্প শেষ পর্যায়ে এসে যাওয়ায় খরচ কমে এসেছে।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্ন ঃ–৬ আগামী কালের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আপনারা কি কি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন?

রেক্টর ঃ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণতঃ গান, বাজনা, আনন্দ, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। আমরা আগামী কাল একটি ব্যতিক্রম ধর্মী

আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। এই আলোচনায় কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর, এমডিএস ও প্রকল্প পরিচালকগণকে আমন্ত্রণ জামানো হয়েছে। তাঁরা কেন্দ্র সম্পর্কে তাদেঁর স্বপ্ন, আশা, আকাঙখা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদেরকে বলবেন এবং আগামী দিনে কেন্দ্র বিশেষতঃ প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেবেন। আমরা সবাই থাকবো শ্রোতা।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৭ আপনাদের প্রাক্তণ রেক্টরের সংখ্যা কজন?

রেক্টর ঃ ৫ জন।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৮ কাজী জাফর সাহেব কি করবেন?

রেক্টরঃ তিনি আলোচনা অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন। যাঁরা আসবেন তাঁদের মধ্যে সচিব পর্যায়ের ৫জন রেক্টর, এমডিএস ৩জন, প্রকল্প পরিচালক ৩/৪ জন। আলোচনানুষ্ঠান উচ্চ–পর্যায়ের হবে। আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৯ প্রশাসনে দূর্নীতির কথা সর্বত্র শোনা যায় এবং এটি আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির পথে বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত। প্রশাসনের লোকদেরকে আপনারাই প্রশিক্ষণ দেন এবং প্রশাসনে দূর্নীতি সম্পর্কে আপনারাও অবহিত আছেন। এই সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি ভাবছেন? এক্ষেত্রে আপনাদের নৈতিক প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তা বলবেন।

রেক্টর ঃ হ্যাঁ আছে। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে 'প্রশাসনে নৈতিকতা' শীর্ষক একটি মডিউলে ১৩টি অধিবেশন রয়েছে। ভাল কর্মকর্তা হিসেবে যাঁদের সুনাম রয়েছে তাঁদেরকে এসব অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসংগে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। জনাব শাহজাহান নামে একজন ডি, আই, জি,

সাহেব এখানে একটি কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি তাঁরই পুলিশের গুলীতে আহত জনৈক ব্যক্তিকে হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এখানে এ ধরনের আলোচনা না হলে তিনি হয়তো এ কাজটা করতেন না। কাজেই ওয়াজের মাধ্যমে যতটুকু করা যায় তার চেষ্টা আমরা করি। 'প্রশাসনে নৈতিকতা' শীর্ষক মডিউলে যেসব বিষয় রয়েছে তার মধ্যে প্রশাসনে শিষ্টাচার, সামজিক মুল্যাবোধ ও প্রশাসন, ধর্ম ও নৈতিকতার উৎস, সুশীল সেবকের ভূমিকার উপর ৫টি বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। আমরা সিভিল সার্ভেন্ট এর বাংলা করেছি—সুশীল সেবক। আমলাদের সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ভাল নয়। আমরা সার্ভেন্টের বাংলা করেছি 'সেবক'। 'সিভিল' এর বাংলা 'সুশীল' যার মানে ভদ্র। ভদ্র ব্যবহার করতে কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য এ বিষয়টির উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তা ছাড়া দুর্নীতি ও তার কারণ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা রয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে প্রশাসকগণ বক্তৃতা প্রদান করেন যাঁদের নৈতিকতার একটি সুন্দর ও সার্থক অতীত রয়েছে। এ প্রসংগে প্রাক্তন সংস্থাপন সচিব জনাব শামসুল হক চিশতী সাহেবের নাম উল্লেখ করা যায় । চিশতী সাহেবের উপজেলার এক অধিবাসী তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন তদবীর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু চিশতী সাহেবের মত একজন সচিবের পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল দেখে তিনি তদবীরের বিষয়ে কোন কথা না বলে চলে এসেছিলেন। আমার পরিচিত উক্ত ভদ্র লোক চিশতী সাহেবের কাছে না গিয়ে আমার কাছে আসার কারণ জানতে চাইলে ভদ্রলোক এ কথা জানিয়েছিলেন। সরকারের মধ্যে এধরনের কিছু ভাল কর্মকর্তা আছেন যাঁদেরকে আমরা বক্তৃতার জন্য আহবান করে থাকি।

আপনাদের যদি আর কোন প্রশ্ন না থাকে তবে আমরা আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করতে পারি। সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দকে কেন্দ্রে আসার জন্য আবারো ধন্যবাদও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্রে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি টানছি। ধন্যবাদ।

(ক) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সূচী

প্রথম অধিবেশন (সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট)

তেলাওয়াতে কোরানে পাক	ঃ	মাওলানা আশরাফুজ্জামান।
১ মিনিট নীরবতা পালন	ঃ	কেন্দ্রের মরহুম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
স্বাগত ভাষণ	ঃ	জনাব এ, জেড, এম, শামসুল আলম, রেক্টর, বিপিএটিসি।
উপহার বিতরণ	ঃ	(প্রাক্তন রেক্টর, প্রকল্প পরিচালক, এম, ডি, এস, বৃন্দ ও প্রধান অতিথিকে)।
প্রধান অতিথির ভাষণ	ঃ	জনাব কাজী জাফর আহমদ,প্রধান মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ধন্যবাদ জ্ঞপন	ঃ	ডঃ ইকরামুল আহসান, সদস্য পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
		স্থানঃ কেন্দ্র মিলানায়তন।

দ্বিতীয় অধিবেশন (দুপুর ১২ঃ০০ মিঃ—৫ঃ০০ মিঃ পর্যন্ত)

আলোচনা ঃ আগামী দশকে প্রশিক্ষণে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা।

আলোচক	ঃ	জনাব এ, এক, এম,হেদায়েতুল হক প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি,
		ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি,
		জনাব এইচ, টি, ইমাম, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, বিপিএটিসি,

ফজলুল হাসান জনাব ইউসুফ,
প্রাক্তন সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি,

জনাব এ, এম, এম, বাহাদুর মুন্সী,
প্রাক্তন সদস্য পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি, এবং

ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা,
প্রাক্তন সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি।

সভাপতির ভাষণ ঃ জনাব কে, এম, গোলাম রব্বানী, সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রাণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ জনাব মুহাম্মাদ আবদুস সোবহান, সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

(খ) কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকাঃ

প্রধান অতিথিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ,

- জনাব কে, এম, গোলাম রব্বানী, সংস্থাপন সচিব,
- জনাব মোঃ শাহাজান, সংসদ সদস্য, সাভার, ঢাকা,
- ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, (প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন,
- জনাব, এ, কে, এম, হেদায়েতুল হক, (প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি) রাষ্ট্রদূত, জাপান,
- জনাব, এ, এম, আনিসুজ্জামান,(প্রাক্তন রেক্টর), বিপিএটিসি,
- জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান (প্রাক্তন রেক্টর), সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,
- কাজী ছালেহ আহমেদ, ভিসি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা,
- জনাব এইচ, টি, ইমাম, প্রথম প্রকল্প পরিচালক,

- বিগ্রডিয়ার মোশায়েদ চৌধুরী, দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক,
- ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, প্রাক্তন এম, ডি, এস,
- ডঃ হারুণুর রশীদ, প্রাক্তন এম, ডি, এস,
- ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা প্রাক্তন এম, ডি, এস,
- জনাব এ, এম, এম, বাহাদুর মুন্সী, প্রাক্তন এম, ডি, এস,

বিপিএটিসির কর্মকর্তা এবং ও কর্মচারীবৃন্দ।

তথ্য সংগ্রাহক ঃ (ক) জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ, (খ) বেগম আইশা আজিম, (গ) জনাব আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, এবং (ঘ) জনাব রফিকুল হক

'অনুপম প্রতিষ্ঠান হোক বিপিএটিসি' শীর্ষক কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালা

এস, এম, আলী আক্কাস

"বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে কিভাবে একটি অনুপম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়"— শীর্ষক চারদিন ব্যাপী এক কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ২৮–৩১ মে' ৯০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান বিচারে বিপিএটিসির অবস্থান নিরূপন এবং 'অনুপম' স্তরে উত্তরণের জন্য যে সব সমস্যার সমাধান এবং নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করণ।

কর্মশালার প্রথমদিনে দুটি মুখবন্ধ প্রবন্ধ (Key-note paper) উপস্থাপন করেন কেন্দ্রের অন্যতম সদস্য পরিচালন পর্ষদ ডঃ এম, আনিসুজ্জামান ও সহকারী পরিচালক (অর্থনীতি) জনাব এস, এম, আলী আক্কাস। প্রথম প্রবন্ধে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএটিসির দায়িত্বের পরিসর বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে একটি অনুপম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনায় বিবেচ্য বিষয় সমূহ উত্থাপন করে সেসবের আলোকে বিপিএটিসির অবস্থান নির্ণয় এবং তাকে একটি উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠার জন্য করনীয় সুপারিশ করা হয়।

কর্মশালার পরবর্তী দিনগুলোতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠান, সাধারণ অধিবেশনে দলীয় সুপারিশ উপস্থাপন এবং পরিশেষে সেগুলি

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। এসব বিষয় বিপিএটিসিকে অনুপম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলির শিরোণাম ও গৃহীত সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হলো ঃ–

ক. প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে যেসব বার্তা পৌছাতে হবে।

	বার্তাসমূহ		কার্যকরী করারউপায়
১।	প্রভু নয় সেবক মনোভাব	১।	দৃষ্টান্ত স্থাপন
২।	সময় সচেতনতা	২।	উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুষদ সদস্যগণ এটা করবেন।
৩।	বিবেক বোধ	৩।	আনুষ্ঠানিক অধিবেশন সমূহের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ।
৪।	শৃংখলা ও আনুগত্যবোধ	৪।	অনুষদ সদস্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, ডান দিকে চলা, আস্তে কথা বলা, শ্রদ্ধা সম্মান, স্নেহ, শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণাবলীর নিজে অনুসরণ ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বলা।
৫।	মিতব্যয়িতা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার	৫।	বিদ্যুৎ পানি ইত্যাদি সহ অন্যান্য সরকারী সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা। অনুষদ সদস্যগণ নিজেরা করবেন ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উপদেশ দিবেন।
৬।	জাতীয় সমস্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা	৬।	শ্রেণীকক্ষও অধিবেশনে আলোচনাও মিথস্ক্রিয়া গ্রুপে মত বিনিময়।

৭।	সংশ্লিষ্ট আইন কানুন সম্পর্কে জ্ঞান	৭।	সম্প্রসারণ বক্তৃতা।
৮।	সার্বিক কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু সমন্বয়	৮।	বিপিএটিসিতে সকল তৎপরতা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের উদাহরণ সৃষ্টি এবং মিথস্ক্রিয়ার সময় এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
৯।	পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ	৯।	অনুষদ সদস্যগণ তাদের মধ্যে এটির প্রচলন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
১০।	শ্রমের মর্যাদা	১০।	স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুশীলন ও উদ্বুদ্ধকরণ।
১১।	স্বাস্থ্য সচেতনতা	১১।	শ্রেণীকক্ষে আলোচনা ও কেন্দ্র শরীরচর্চা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

খ. পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা ও প্রতিকারের উপায়

দুর্বলতা সমূহ	প্রতিকারের উপায়
১। পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতার অভাব	পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ।
২। দৈনন্দিন অধিবেশন সূচী পরিবর্তন (মূলতঃ অতিথি বক্তার কারণে)	বিকল্প বক্তা/ জরুরীব্যবস্থা।
৩। সেবা সুবিধাদির অপ্রতুলতা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ মুদ্রাক্ষরিক। কোর্সের জন্য গাড়ী নির্ধারণ করে দেয়া।
৪। আন্তঃ পাঠ্যক্রম ও আন্তঃবিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব	পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন সময় সূচী নির্ধারণের পূর্বে অন্যান্য কর্মসূচী বিবেচনা, সাপ্তাহিক সমন্বয় সভার আয়োজন।

৫। কোর্স পরিচালক ও সমন্বয়ক নির্ধারণে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের অভাব	প্রশিক্ষণ সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত।
৬। অনুষদ সদস্যদের সময় মত অধিবেশনে উপস্থিত না হওয়া এবং নির্ধারিত অধিবেশন পরিবর্তনের আপত্তি	প্রশিক্ষণ সমন্বয় সভায় সংযুক্তকরণ।
৭। প্রশিক্ষণ ফলাফল চাকরির জ্যেষ্ঠতা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা না রাখা।	প্রশিক্ষণ ফলাফল চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতির সাথে সংশ্লিষ্টকরণ।
৮। কোর্স সমন্বয়ের সামগ্রিক মূলায়ন না হওয়া এবং ফলাবর্ত না হওয়া।	সামগ্রিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্ত।

গ. বিপিএটিসিতে উন্নয়ন প্রশাসনের তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মধ্যকার অসঙ্গতি চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণ ঃ-

অসঙ্গতি সমূহ	উত্তরণের উপায়
১। উন্নয়ন প্রশাসনের আধুনিক ধারণাসমূহের বিপিএটিসি প্রয়োগের বেলায় পরিবেশগত প্রতিকূলতা উত্তরণে প্রচেষ্টার অপ্রতুলতা।	– বিপিএটিসিকে উন্নয়ন প্রশাসন চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে। পরিবেশকে যথাযথভাবে বুঝে তাকে প্রভাবিত করে এগুতে হবে।
২। উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিপিএটিসিতে ঐকমত্য না থাকা।	– সাধারণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিপিএটিসির লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করতে হবে। তার ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রম প্রণীত হবে।
৩। উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত ধারণা প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশী বই পুস্তকের আশ্রয় নেওয়া।	– উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত নতুন নতুন ধারণা পর্যায়ক্রমে বিপিএটিসি প্রশাসনে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা যেতে

অথচ এসব বই পুস্তক উন্নয়ন প্রশাসনের বৈদেশিক প্রেক্ষাপটে লেখা। এ সংক্রান্ত নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও তার প্রয়োগজাত অভিজ্ঞতার অভাব।	পারে। বিপিএটিসির পার্শ্ববর্তী কিছু গ্রামে এরূপ ধারণার (বিশেষ করে বিকেন্দ্রী করণ) পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পাঠ্যসূচী উন্নয়নের জন্য ঘটনা সমীক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।
৪। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	– সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি।
৫। উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার সঙ্গে বিপিএটিসির ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি (যেমন–প্রশিক্ষণার্থীদের রিলিজ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা)।	– বিপিএটিসির সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কিত ধ্যান–ধারণার আদান প্রদান। – অনুষদ সদস্যদেরকে স্ব–স্ব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ. বিষয় ঃ অনুষদ উন্নয়নের সমস্যাও সমাধান

সমস্যা	সমাধানে গ্রহণযোগ্য কৌশল
১। কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের অধিবেশন গ্রহণের সুযোগ সীমিত।	"সহযোগী অনুষদ' হিসাবে বর্তমানে চালুকৃত পদ্ধতি সংশোধন করে প্রতিটি অধিবেশনে দুইজন অনুষদ সদস্য পূর্বেই নির্ধারণ করে কোর্সের ব্রোসিউরে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। জ্যেষ্ঠ অনুষদ অধিবেশন আরম্ভ করে কনিষ্ঠ অনুষদকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিবেন। যৌথভাবে অধিবেশন পরিচালতি হবে।

	সিনিয়র স্টাফ ও এসিএডি কোর্সেও সহযোগী অনুষদ হিসাবে কনিষ্ঠ সদস্যগণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন। তবে পর্যালোচনা বা পারস্পরিক আলোচনামূলক অধিবেশনে কনিষ্ঠ সদস্য প্রেরণ করা যাবে না।
২। বিশেষায়িত বিষয় অনুসারে অধিবেশন বন্টিত হচ্ছে না।	কেন্দ্রের গবেষণা শাখা অনতিবিলম্বে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে কেন্দ্রর অনুষদ সদস্য বর্গের বিশেষায়িত বিষয় অনুসারে এবং একটি বিষয়ে যতজন বিশেষজ্ঞ পরাদর্শী অনুষদ রয়েছেন, তা সনাক্ত করে তালিকা প্রস্তুত করবে। সকল কোর্সের পরিচালক এ তালিকা অনুসারে অধিবেষন বন্টন করবেন।
৩। পাঠ্যসূচী নির্বাচনে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব	পাঠ্যসূচী সর্বদাই পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্যসূচী /নির্ধারণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পাঠ্যক্রম সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৪। ক্ষেত্র বিশেষ অধিবেশনের বিষয় বস্তুর সঙ্গে উপস্থাপিত বিষয় সামঞ্জস্য থাকেনা।	অতিথি বক্তাদের ক্ষেত্রে পূর্বেই বিষয় বস্তু সঠিক ভাবে জানিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কিছুটা অসামঞ্জস্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে অনুষদ সদস্যদের ক্ষেত্রে এরূপ অসামঞ্জস্য কখনই গ্রহণ করা যাবে না।
৫। বিশেষায়নের চাহিদা নিরূপন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব	যে যে বিষয়ে বিশেষায়ন প্রয়োজন এবং অনুষদ সদস্যগণ যে যে বিষয়ে বিশেষায়নে ইচ্ছুক, তার একটি তালিকা গবেষণা শাখা

	প্রণয়ন করবে। বিষয় অনুসারে ৩জন করে সদস্যকে বিশেষজ্ঞে পরিণত করতে হবে। এবিষয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৬। ষ্টাফ উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ, জাতীয় এবং আন্তজার্তিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার অভাব	(ক) অনুষদ সদস্যবর্গের জন্য টিওটি ও গবেষণা পদ্ধতি ও কম্পিউটার ব্যবহার কোর্স এবং সকল ষ্টাফ এর জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার ব্যবহার কোর্স অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাধ্যতামুলক করতে হবে। (খ) দেশের অভ্যন্তরে এম, ফিল, ও পি, এইচ, ডি, কোর্সে অনুষদ প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ/সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অনুষদ সদস্যদের যোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সুবিধা বন্টনে যোগ্যতা, আগ্রহ ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সুবিধা বন্টনে অনুষদ সদস্যদের প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা, কেন্দ্রের ভাবমূর্ত্তি রক্ষা ও গড়ে তোলার উদ্যম ও আগ্রহ, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রতি আনুগত্য, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
৮। গবেষণা, অধিবেশন পরিচালনা সেমিনার ও প্রকাশনার মধ্যে আন্তসংযোগের অভাব	কিভাবে বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় ও আন্তসংযোগ গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে এম, ডি, এস, (গবেঃ ও উপদেশনা) একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
৯। জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতির	এ বিষয়ে পারদর্শী জ্যেষ্ঠ অনুষদ সদস্যগণ

জন্য প্রবন্ধ প্রণয়নে জ্যেষ্ঠ অনুষদ সদস্যদের নির্দেশনার অভাব	প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে প্রবন্ধ রচনার কলা কৌশল অনুশীলন করাবেন। বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ–নির্দেশনা এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রবন্ধকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
১০। পদোন্নতি জনিত ইনসেন্টিভের অভাব	প্রকাশনা, গবেষণা, অধিবেশন পরিচালনা ও এসি আর বিবেচনা করে ৪ বছর চাকরি পূর্তির পর উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি বিষয়টি বিপিএটিসির সকল বিভাগে কার্যকরীকরণ।
১১। কর্মচারীদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব	এ বিষয়ে একটি চাহিদা নিরূপন সমীক্ষা পরিচালনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১২। প্রশিক্ষণ ভাতা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এম, ডি, এস, (এম এণ্ড পি এ) প্রস্তুত করতঃ বোর্ড অব গভর্ণরস ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৩। নিয়োগকালে প্রাপ্ত ডিগ্রী, যোগ্যতা পরীক্ষার ফলাফল বাড়তি ইনক্রিমেন্ট প্রদানের অভাব	এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা না চালিয়ে একটি ও ট্রেণিং ক্যাডার সৃষ্টি, ইনক্রিমেন্ট (বিশ্ববিদ্যালয়য়ের মত) ও গ্রেড প্রাপ্তির জন্য উপযোগী একটি কার্যপত্র এম, ডি, এস, (এম, এন্ড,পিএ) প্রণয়ন করতঃ বোর্ড অব গভর্ণরসে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৪। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতি–	দেশীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং

ষ্ঠানের সঙ্গে অনুষদ বিনিময় পদ্ধতির প্রচলন নেই।	আন্তজার্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (যেমন INTAN, মালয়েশিয়া) সঙ্গে অনুষদ বিনিময় কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রের পিপিআর অনুবিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৫। কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদ সদস্য– দের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অর্জনে সুযোগের অভাব।	মাঠ পর্যায়ে (উপজেলা বা জেলায়) সংযুক্তি কাযক্রম চালু করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
১৬। বক্তৃতা পদ্ধতি ও অডিও – ভিজুয়েল সরঞ্জাম ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জনে অনুশীলন কার্যক্রম চালু নেই	এ বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে সেমিনার/বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বক্তার হ্যান্ড আউট বক্তৃতার কৌশল ও অডিও ভিজুয়্যাল সরঞ্জাম ব্যবহারে উৎকর্ষতা সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি গবেষণা ও এভিআর শাখা যুগ্মভাবে পরিচালনা করবে।

ঙ. বিষয় ঃ বিপিএটিসি'র উন্নয়নে জরুরী প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ

সমস্যা	সমাধানের গ্রহণযোগ্য কৌশল
১। কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালায় Action research Evaluative research পরিচালনা নীতি বিদ্যমান নেই	কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি কর্তৃক 'গবেষণা নীতিমালা ও পর্যালোচনা পূর্বক আলোচ্য দুই প্রকার গবেষণা কার্যক্রম সংযোজন এবং তদানুসারে গবেষণা সংক্রান্ত পরিবর্তন আনতে হবে। গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে কার্যপত্র প্রণয়ন করবেন।
২। সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রে প্রচলিত পাঠ্যক্রম	পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিটি পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচী সরকারের লক্ষ্য ও

সমূহের পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ ও নিরূপনের অভাব	উদ্দেশ্যের সংগে চাহিদা/সংগতিপূর্ণ কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। পাঠ্য ক্রম গুলো চাহিদা ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে রাজস্ব বাজেটের অর্থদ্বারা গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।
৩। প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ ফিডব্যাক পদ্ধতির অভাব	রিফ্রেশার্স কোর্সের পরিবর্তে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চাকরিস্থলে গমন, অবস্থান, তথ্য সংগ্রহ ও কাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতঃ 'Participatory Observation' পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মান, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা যাচাই করণ।
৪। কেন্দ্রে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন।	ইতিপূর্বে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন সমূহের মান যাচাই করতঃ ত্রুটি – বিচ্যুতি ও তার কারণ নির্ণয় পূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
৫। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের মূল্যায়নে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগে পরামর্শ করতঃ মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রণয়ন করবেন।
৬। গবেষণা প্রকল্প বরাদ্দকরণে প্রচলিত পদ্ধতির পরিমার্জন	কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বরাদ্দ করণের পূর্বে প্রস্তাবনা সমূহের মান পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে সেমিনার আয়োজন করতঃ প্রস্তাবনা বাছাই করতে হবে।
৭। কনিষ্ঠ অনুষদবর্গের গবেষণা পরিচালনার সুযোগের অভাব	কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কনিষ্ঠ অনুষদবর্গের অধিকহারে গবেষণা

	কর্মের সুযোগ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পে (রাজস্ব বাজেটে) ১ জন জ্যেষ্ঠ ও ১ জন কনিষ্ঠ অনুষদ সদস্যকে নিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
৮। কেন্দ্রের প্রকাশনা কর্মের মানোন্নয়ন	পর্যায়ক্রমিক (Rotation saystem) পদ্ধতিতে বাংলা ও ইংরেজী জার্ণালের সম্পাদনা পরিষদ আগ্রহী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। প্রকাশনার মানউন্নয়নে ত্রুটি সমূহ গবেষণার মাধ্যমে সনাক্ত করে তা পরিহারের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
৯। প্রকাশনার সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর	প্রকাশনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
১০। প্রকাশনার মাধ্যমে কেন্দ্রের ভাবমূর্তি উজ্জলকরণ	কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকাশনার মাধ্যমে কেন্দ্রের সুনাম ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে, তা সনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
১১। কেন্দ্রের এম, আই, এস, (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম) অত্যন্ত দুর্বল	কেন্দ্রের এম, আই, এস ,এর দায়িত্ব প্রধানতঃ পি, পি, আর, প্রশাসন, কম্পিউটার ও অর্থশাখা অনুবিভাগ পালন করে থাকে। এই ৪টি শাখা অনুবিভাগের এম, আই, এস, পর্যালোচনা করনে সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।
১২। কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা–পনার মানোন্নয়ন	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, এসিআর প্রভৃতি সংরক্ষণ ও পরিচালনা বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হতে পারে এবং ত্রুটি /বিচ্যুতি দূরীকরণ পূর্বক মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

১৩। কেন্দ্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার (ক্রয় টেণ্ডার,এনলিষ্টমেন্ট, ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি) মানোন্নয়ন	এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা পূর্বক মানোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯০ –৯১ অর্থবছরে এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।
১৪। কোর্স ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন	প্রতিটি কোর্সের বাজেট, ব্যয়, পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে কোর্স চলাকালীন সময়ে ও সমাপ্তির পরে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচিত হলে মানোন্নয়ন ঘটবে। একাদশ বিশেষ বুনিয়াদী কোর্সের পর্যলোচনায় একটি কমিটি গঠিত হতে পারে।
১৫। গবেষণা কর্ম ও নিবন্ধ/প্রবন্ধ প্রণয়নের জন্য অনুষদবর্গের অবকাশ প্রদানের অভাব	যে সকল অনুষদবর্গ গবেষণা/নিবন্ধ প্রণয়ন কর্মে রত থাকেন, তাঁদেরকে কোর্স, অবকাশ সেমিনার, কর্মশালা বা অনুরূপ কাজের ভার না দিয়ে কিছুটা অবকাশ প্রদান করতে হবে। প্রতিমাসে কেন্দ্রের গবেষণা শাখা এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন করে পি,পি, আর, অনুবিভাগে প্রেরণ করবে।
১৬। বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের সংগে গবেষণা কর্মে অনুষদ সদস্যদের মতামত বিনিময়ের সুযোগ এর অভাব	দেশের প্রখ্যাত গবেষক বৃন্দ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন সেমিনার/সম্প্রসারণ বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানিয়ে কেন্দ্রের অনুষদ বর্গের গবেষণা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বি, আই, ডি, এস, এর ২ জন গবেষককে সম্প্রসারণ বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
প্রকাশনা শাখা

বিক্রয়ের জন্য মওজুদ কেন্দ্রের
প্রকাশনাবলীর মূল্য তালিকা

প্রকাশনার নাম	প্রতি কপির মূল্য
১। প্রশাসন সমীক্ষা (ষান্মাসিক বাংলা জার্ণাল) ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা	টাঃ ২০/-
২। Bangladesh Journal of Public Administration Vol-1, No. 1 & 2 Vol-2, No. 1 & 2 Vol-3, No. 1 & 2	টাঃ ২০/-
৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service	টাঃ ৪০/-
৪। Career Planning in Bangladesh	টাঃ ১২০/-
৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Bangladesh Agricultural University	টাঃ ৪০/-
৬। Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshasthaya Kendra	টাঃ ৪০/-
৭। Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
৮। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা (ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন)	টাঃ ১২০/-
৯। Sustainability of Primary Education Projects: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
১০। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	টাঃ ১০০/-
১১। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১৫০/-
(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১২৫/-
১২। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা	টাঃ ৭০/-
১৩। Social And Administrative Research in Bangladesh	টাঃ ১৬/-
১৪। Problems of Municipal Administration	টাঃ ২৮/-
১৫। Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants	টাঃ ৫০/-
১৬। প্রশাসনের মুলনীতি	টাঃ ১৮।-
১৭। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ	টাঃ ৬.৫
১৮। গণকল্যাণ রাষ্ট্র ও জনশাসন	টাঃ ৬.৫০
১৯। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি	টাঃ ৬.৫০
২০। Famine Manual	টাঃ ৭/-
২১। The Deputy Commissioner in East Pakistan	টাঃ ১৬/-
২২। Social Change and Development Administration in South Asia	টাঃ ৪৫/-
২৩। Hospital Administration	টাঃ ১৮/-
২৪। District Administration in Bangladesh	টাঃ ২২/-

অধিক তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা- এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মোঃ ইমামুল হক
প্রকাশনা কর্মকর্তা